Consulate General of the
People's Republic of Bangladesh
Istanbul, Turkiye

Bangladeş Halk Cumhuriyeti
Başkonsolosluğu
İstanbul, Türkiye

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২০ এপ্রিল ২০২২:

বাংলাদেশ দূতাবাস, আংকারা এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, ইস্তাম্বুল যৌথভাবে **'বাংলা নববর্ষ ১৪২৯'** উদযাপন উপলক্ষে গত ১৯ এপ্রিল ২০২২ কনস্যুলেটের ফ্রেন্ডশিপ হলে **'মর্মর সাগরের তীরে মঙ্গলবারতা: বাংলা নববর্ষ'** শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কনসাল জেনারেল জনাব মোহাম্মদ নূরে-আলম এর সভাপতিত্বে এবং লেখক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা শাকিল রেজা ইফতির সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মসয়ূদ মান্নান, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লেখক ও সাংবাদিক জনাব আহমেত জোশকুনায়দিন, গবেষক ও অনুবাদক ড. মুসা তোপকায়া, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বিবিসি (লন্ডন) এর বাচিকশিল্পী মিজ্ উর্মি মাজহার সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তুর্কি অতিথিবৃন্দ ও প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। সূচনা বক্তব্যে জনাব নূরে-আলম স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার পহেলা বৈশাখকে সর্বপ্রথম জাতীয় পার্বণ হিসেবে ঘোষণা করেন।

বাংলা নববর্ষকে বৃহৎ সর্বজনীন উৎসব উল্লেখ করে কনসালে জেনারেল বলেন, বর্ষবরণ আমাদেরকে সহিষ্ণু, শান্তিপ্রিয় ও প্রগতিশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে শাণিত করে মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপন এক অদম্য সাংস্কৃতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ সহ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান ও সুদৃঢ় করেছিল, কনসাল জেনারেল মন্তব্য করেন। জনাব নূরে-আলম বলেন, ইউনেস্কো কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রাকে 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতির পাবার ফলে আমাদের সংস্কৃতি বৈশ্বিক সম্পদে পরিণত হয়েছে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে আরো সম্মানিত, গৌরবান্বিত ও মর্যাদাবান করেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত জনাব মসয়ূদ মান্নান বলেন, একে অপরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্য, এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জানার মধ্যে দু'দেশের জনগণের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া আরও বেশি সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। বাংলাদেশে তুর্কি সাহিত্যকর্ম অনূদিত হচ্ছে উল্লেখ করে, তিনি তুরস্কে বসবাসরত বাংলাদেশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে বাংলাদেশের ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সৃষ্টিশীল কর্ম তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। এর মাধ্যমে তুরস্কের জনগণ বাঙালি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারবে, যা দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো বেগবান করবে, রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন।

মূল আলোচক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, রবি বাউলের গানের মধ্য দিয়ে যেভাবে জীবন-দর্শন ও মানবতাবোধ ফুটে ওঠে তা বিশ্বে বিরল। বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং বাউল সম্প্রদায়ের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে অপরিসীম। মূলত, রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য সর্বপ্রথম বিশ্বদরবারে উপস্থাপিত হয়। তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত এজেভিত নিজেই তুর্কি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী অনূদিত করেছিলেন, ড.বন্যা উল্লেখ করেন। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আজকের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে তুরস্কে রবীন্দ্রচর্চা আরও বেগবান হবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশিষ্ট তুর্কি সাংবাদিক ও লেখক জনাব আহমেদ জোশকুনায়দিন, যিনি সম্প্রতি বাংলাদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন, তার বক্তব্যে বাংলাদেশের অভাবনীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বিশেষ করে দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তুর্কি অনুবাদক ও গবেষক ড. মুসা তোপকায়া, যিনি নির্মলেন্দু গুণের বিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেছেন, ভবিষ্যতে আরো বাংলা সাহিত্য-কর্ম তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করে তুরস্কের জনগণের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আলোচকবৃন্দদের মুজিববর্ষের লোগো-খচিত উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। নতুন বছর সকলের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে কনসাল জেনারেল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিদের মাঝে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি ইফতার ও খাবার পরিবেশন করা হয়।

Consulate General of Bangladesh ★ ISTANBUL ★

Beylerbeyi Mahallesi, Beybostani Sok. No. 30/A, Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 318 4230 - 31 Fax: +90 2216 318 4232, E-mail: istanbulcg@mofa.gov.bd
Website: istanbul.mofa.gov.bd